যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

সেকেলে কারিকুলামে পিছিয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা

আশিফুল ইসলাম মারুফ, *বাকৃবি থেকে*

সেকেলে কোর্স কারিকুলাম, শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন দেয়ার সুযোগের অভাব, ক্লাস ও লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাব, ধীরগতির ইন্টারনেট, শিক্ষকদের নিম্নমান, ছাত্র-শিক্ষক দূরত্বসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। গত চার বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সে অনুপাতে বাড়েনি ক্লাসরুমের সংখ্যা। ফলে পরীক্ষা শেষ করতে লেগে যাচ্ছে অতিরিক্ত সময়। এমনকি এক সেমিস্টারের ফল দেয়া হচ্ছে পরের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষার সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি অনুষদের মধ্যে শুধু মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ তাদের কোর্স কারিকুলাম আপডেট করেছে। বাকি পাঁচটি অনুষদ চলছে সেকেলে (বার্ষিক পদ্ধতির) কারিকুলামে। ফলে সেমিস্টার পদ্ধতিতে ওই কোর্স শেষ করতে বেগ পেতে হচ্ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। সেই সঙ্গে রয়েছে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। ফলে শিক্ষার্থীরা পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন।

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

সেকেলে কারিকুলামে পিছিয়ে শিক্ষার্থীরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এ বিষয়ে কৃষি অনুষদ ছাত্র সমিতির ভিপি তায়েফুর রহমান বলেন, শিক্ষকদের সদিচ্ছার অভাবেই পুনরাবৃত্তি বিষয়বস্তুগুলো বাদ দিয়ে প্রায় ৩০ বছরের পুরনো কোর্স কারিকুলাম আপডেট করা সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া শিক্ষার্থীদের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ ব্যবহারিক খাতা লেখার চাপ। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ব্যবহারিক খাতা লেখা শুধু কাগজ, কলম ও সময়ের অপচয়। ব্যবহারিক খাতা লেখার পরিমাণ কমিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন দেয়ার সুযোগ তৈরির কথা বলেছেন অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, যা শিক্ষার্থীদের কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধি করে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করবে।

গবেষণা খাতে পর্যাপ্ত বাজেট না থাকায় শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এমনকি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষা না নেয়ার অভিযোগ। সম্প্রতি এমন অভিযোগে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা তাদের ডিন অফিসে তালা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে বেশিরভাগ বই সেকেলে। রয়েছে প্রয়োজনীয় বই ও চেয়ার-টেবিলের সংকট। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, লাইব্রেরিতে নিজেদের বই নিয়ে ঢুকতে পারি না। এছাড়া একটি আদর্শ লাইব্রেরিতে যে পরিবেশ থাকার কথা আমাদের লাইব্রেরিতে তা নেই। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিকে অনেকে প্রেম করার উত্তম স্থান হিসেবে বিবেচনা করে বলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন।

শিক্ষকদের পাঠদানের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেক শিক্ষার্থী। তাদের অভিযোগ, অনেক শিক্ষক ক্লাসে ভালো পড়াতে পারেন না। সেকেলে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেন কিছু শিক্ষক। অনেকে আবার ক্লাসে প্রশ্ন করার সুযোগ দেন না। কিছু শিক্ষক নিয়মিত দেরি করে ক্লাসে আসেন ও প্রয়োজনের তুলনায় কম ক্লাস নেন।

শিক্ষার্থীদের সংখ্যার তুলনায় ক্লাসরুম ও ব্যবহারিক ক্লাস কম থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে তাদের। ফলে এক সেমিস্টারের রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে পরের সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষার সময়। ভেটেরিনারি অনুষদের ছাত্র সমিতির ভিপি ইনাম আহমেদ বলেন, সেমিস্টার পদ্ধতিতে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশের কথা থাকলেও কয়েক বছর ধরে তা হচ্ছে না।

যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাকৃবির শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র ফাইবার ক্যাবল, ওয়াইফাই সিস্টেম, আইপি ফোন সিস্টেম ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ডাটা সেন্টারসহ ডিজিটাল আইডি কার্ড দেয়ার কাজ শুরু হয় ২০১৩ সালে। ২০১৪ সালে এসব কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশই এখনও আলোর মুখ দেখেনি। ওয়াইফাই সিস্টেম চালু হলেও অনেকেই তা ব্যবহার করতে পারেন না।

এদিকে নানা জটিলতায় বাকৃবিতে দিন দিন কমে যাচ্ছে বিদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা। একসময় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর ৫০-৬০ জন বিদেশী শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হতেন। বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাত্র ১২ জন বিদেশী শিক্ষার্থী রয়েছেন।

অনেক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, মাস্টার্স পর্যায়ে যুগোপযোগী কাজের অভাব, ছাত্র-শিক্ষকের উদাসীনতা, অতীতে হয়ে যাওয়া কাজ পুনরায় করানো, অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা, হাতে-কলমে না শেখানো, যথেষ্ট তদারকির অভাব, সঠিক তথ্য-উপাত্ত না দিয়ে কপি করা ডাটা দিয়ে থিসিস লেখাসহ নানা কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে পড়ছে। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগের তরুণ শিক্ষক দেবাশীষ রায় জানান, ব্যবহারিক খাতার পরিবর্তে একজন নির্দিষ্ট ছাত্রকে কিংবা ছোট ছোট গ্রুপ করে আলাদা অ্যাসাইনমেন্ট ও প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সেখানে কাজের মূল্যায়ন অবশ্যই থাকতে হবে। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে যুগোপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন, যা অনেক শিক্ষক করেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহারিক অপেক্ষা তত্ত্বীয় বিষয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, যা শিক্ষার্থীরা কিছুদিন পরই ভুলে যায়। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সদ্য বিদায়ী ডিন অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র মোদক বলেন, শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া তখনই সম্ভব হবে যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ইউজিসি এ বিষয়ে সুনজর দেবে। ইনপুট কমিয়ে কখনও আউটপুট বেশি পাওয়া যায় না। কোর্স কারিকুলামের বিষয়ে কৃষি অনুষদের ডিনের সঙ্গে কথা যোগাযোগ করা হলে তিনি বর্তমানে এ বিষয়ে কোনো কথা বলবেন না বলে জানান।